সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক ইউ.কে. টিলফোর্ডস্থিত ইসলামাবাদের মসজিদ মুবারক হতে প্রদত্ত

সংক্ষিপ্তসার খুৎবা জুম'আ

আঁ হযরত (সাঃ)'র মহান মর্যাদা সম্পন্ন খলিফা রাশেদ হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ)'র প্রশংসাসূচক গুণাবলী ও ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর হৃদয়গ্রাহী প্রমুখ বর্ণনা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ
وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

১৮ মার্চ ২০২২

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۔ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা তেলাওয়াতের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ

হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ)'র জীবনীর বর্ণনায় জাকাত দানে অস্বীকারকারীদের ব্যাপারে তাবারীর ইতিহাসে বর্ণিত হয়েছে যে, মিথ্যা নবুওত দাবীকারক তুলেহা বিন খুবেলিদ-এর হাতে একত্রিত হওয়ার উদ্দেশ্যে অসদ, গতফান তথা তৈয় নামক গোত্রগুলি এবং ফজারা, সঅলবা বিন সা'দ, মর্‌রা আবু অবস, বনু কনানা, জুলকিস্‌সা, লৈস, দৈল্ তথা মদ্‌লজ নামক গোত্রের প্রতিনিধি মণ্ডল মদীনায় আগমন করে হযরত আব্বাস ছাড়াও মদীনার অন্যান্য প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের সামনে উপস্থিত হয়। অতঃপর উপস্থিত সকলে নিজেদের একটা সংযুক্ত প্রতিনিধি তৈরী করে হযরত আবুবকর (রাঃ)'র দরবারে এই শর্তে উপস্থিত হয় যে; তারা নামায তো পড়তে থাকবে কিন্তু জাকাত দেবে না। এমতাবস্থায় হযরত আবুবকর (রাঃ) বলেন যে, যদি কেউ উঁট বাঁধার রশ্যিটুকুও দিতে অস্বীকার করে তাহলে আমি তার সহিত যুদ্ধ করব। অতঃপর আগত প্রতিনিধিমণ্ডল আবুবকর (রাঃ)'র দৃঢ়সংকল্প প্রত্যক্ষ করে, মদীনায় প্রত্যাবর্তন করে।

এক জীবনীকার লেখেন যে, মদীনা থেকে প্রত্যাবর্তনকালে ঐ প্রতিনিধি মণ্ডলের মাথায় দুটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। একটা এই যে, জাকাত দিতে অস্বীকারের বিষয়ে খলিফাকে তাঁর নিজের সিদ্ধান্ত থেকে সরানোর কোন আশা তারা করতে পারে না; অতঃপর দ্বিতীয়তঃ তাদের মনে এ অহংকারী সিদ্ধান্ত দানা বেঁধেছিল যে, এ সময়ে মদীনার মুসলমানদের দূর্বলতা তথা সংখ্যালঘিষ্টের সুযোগে তারা মদীনায় আক্রমণ করবে যাতে করে ইসলামী শাসন চিরতরে বিনষ্ট হয়ে যায়। হযরত আবুবকর (রাঃ)ও এ পরিস্থিতির আঁচ করে নিশ্চিন্ত ছিলেন না; সুতরাং তিনি নিয়মানুযায়ী মদীনার প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে প্রহরা বসিয়ে দিয়েছিলেন। এরপর তিনটি রাত্রি অতিক্রম হয়েছিল মাত্র; জাকাতের অস্বীকারকারীরা রাত্রির অবসরে মদীনার ওপরে আক্রমণ করে বসে; কিন্তু মুসলমানরা শত্রুদেরকে পিছনে হটতে বাধ্য করে। মদীনা হতে চল্লিশ মাইল দূরবর্তী স্থান **জুল্কস্‌সা** তে অবস্থিত আক্রমণকারীদের সঙ্গীরা তাদের সহায়তা করতে এগিয়ে আসে। ইতিমধ্যে হযরত আবুবকর (রাঃ) স্বয়ং সৈন্যবাহিনী তৈরীতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। শেষ রাত্রিতে ঘমাসান যুদ্ধ হয়; তথা সকাল হওয়ার পূর্বেই অস্বীকারকারীরা পরাজিত হয়ে পালিয়ে যাওয়াটাই শ্রেয় মনে করে। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)এর মৃত্যুর পর, এটা ছিল প্রথম যুদ্ধ-বিজয়। যা আল্লাহ্‌তাআলা মুসলমানদেরকে দান করেছিলেন। একজন লেখক এ যুদ্ধকে বদর যুদ্ধের সহিত তুলনা করে বলেন; এ পরিস্থিতিতে হযরত আবুবকর (রাঃ) যেভাবে মুসলমানদের দৃঢ় সংকল্প, বিশ্বাস তথা ঈমান বৃদ্ধিতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন; তাতে করে মুসলমানদের অন্তরে রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)এর যুগের যুদ্ধ তরোতাজা হয়ে ওঠে। যেমনটি বদর যুদ্ধের ফল সুদূরপ্রসারী ছিল; অনুরূপ

এ যুদ্ধের ফলাফল তথা মুসলমানদের বিজয় ইসলামী ভবিষ্যতের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল।

বনু জীবান, বনু অবস তথা অন্যান্য গোত্রগুলি এ পরাজয়ের গ্লানিতে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে তাদের এলাকায় বসবাসরত মুসলিমদের ওপরে অতর্কিত আক্রমণ করে অতীব নির্দয়তার সহিত যাতনার পর যাতনা দিয়ে তাঁদের শহীদ করে। এই অত্যাচারের সংবাদ পেয়ে হযরত আবুবকর (রাঃ) কসম খান যে প্রত্যেক গোত্র থেকে মুসলমানদের হত্যাকারীদের চিহ্নিত করে বধ্ করা হবে। হযরত আবুবকর (রাঃ)'র নেতৃত্বে জাকাত অস্বীকারকারীদের আক্রমণ বন্ধ হলে; জাকাত দানে সমস্যা সৃষ্টিকারী অন্যান্য গোত্রগুলি একের পর এক নিজেদের জাকাত নিয়ে মদীনা অভিমুখে আসতে থাকে। তাবারীর ইতিহাসে বর্ণিত রয়েছে যে, সে সময়ে এত বেশী ধনরাশি মদিনায় আসে, যাতে মুসলমানদের প্রয়োজন পূর্ণ হওয়ার পরেও তা অবশিষ্ট থেকে যায়।

অতঃপর আরেক লেখক পরাজিত গোত্রগুলির ব্যবহার সম্পর্কে লিখেন যে, অবস, জীবান, গতফান, বনী বকর তথা মদীনার নিকটে বসবাসরত অন্যান্য বিদ্রোহী গোত্রগুলির জন্য উচিৎ ছিল যে, তারা তাদের হঠকারীতা তথা বিদ্রোহ ছেড়ে দিয়ে হযরত আবুবকর (রাঃ)'র সম্পূর্ণ আজ্ঞা পালন করতঃ ইসলামী নিয়ম স্বীকার করে নিত। কিন্তু মুসলমানদের প্রতি শত্রুতা তাদেরকে অন্ধ করে দিয়েছিল, তারা নিজ বস্তি ত্যাগ করে বনী আসদ গোত্রের মিথ্যা নবুওত দাবীকারক তুলেহা বিন খুবেলিদের সঙ্গে যোগ দেয়। এসব গোত্রগুলির আগমনে, তুলেহা এবং মুসল্মা'র শক্তি তথা সমর্থনের বৃদ্ধি হয়; ফলে ইয়েমেনে বিদ্রোহের আগুন তীব্রতর হয়ে ওঠে। স্মরণ রাখা উচিৎ যে এদের বিদ্রোহের ফলেই যুদ্ধ শুরু হয়। কেবলমাত্র কারোর দাবী করার কারণে এ যুদ্ধ হয়নি; বিদ্রোহের কারনে যে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল; এ যুদ্ধে তার প্রতিশোধ নেয়া হয়েছিল।

জাকাতের অস্বীকারকারীদের ওপর বিজয়প্রাপ্ত হওয়া এবং হযরত আবুবকর (রাঃ)'র সৎসাহস তথা দৃঢ় প্রত্যয়ের বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মসউদ (রাঃ) বলেন যে, রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)এর মৃত্যুর পরে আমরা এমন অবস্থায় ছিলাম, যদি আল্লাহ্ হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ)'র মাধ্যমে আমাদের সহায়তা না করতেন; আমাদের বিনাশ নিশ্চিত ছিল। আমাদের সকল মুসলিমদের একক সিদ্ধান্ত এরূপ ছিল যে, আমরা জাকাতের উঁটের জন্য অন্যদের সহিত যুদ্ধ করব না; আমরা আল্লাহ্র এবাদতে মশগুল হয়ে যাব; যতদিন না মুসলমানদের বিজয় না হয়ে যায়, পরন্তু হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ) জাকাত দিতে অস্বীকারকারীদের সহিত যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) তাক্ওয়া বা খোদাভীতির স্তরের বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, আহমদীদেরকে একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে জাকাত কতটা অনিবার্য তথা এর আদায়ের নিয়মিত ব্যবস্থা করা উচিৎ, খোদাতাআলা নামাজের পরেই এর নির্দেশ দিয়েছেন। খেলাফতের উপাধির বিষয়ে এক স্থানে তিনি (রাঃ) বলেন যে, হযরত আবুবকর (রাঃ)'র নিকটে যখন জাকাত আদায়ের ব্যাপারে এরূপ আপত্তি ওঠে যে, এ আদেশ তো নবী করীম (সাঃ) এর প্রতি হয়েছিল, জাকাত আদায়ের জন্য যাঁকে আদেশ দেয়া হয়েছিল; তিনি তো মৃত্যুবরণ করেছেন। এর উত্তরে হযরত আবুবকর (রাঃ) বলেন যে, আঁহযরত (সাঃ) এর মৃত্যু হয়েছে ঠিকই পরন্তু শরীয়তের ব্যবস্থাপনা তো রয়েছে; এবং এখন খলিফার ওপরে সেই নির্দেশ বর্তায়। অতঃপর এ আদেশের সহমতিতেই আমি বলছি যে, এ আদেশ এখন আমার ওপরে ন্যস্ত তথা এ নিয়ম সর্বদা খেলাফতের সহিত থাকবে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) একবার বলেন যে, আঁহযরত (সাঃ)এর মৃত্যুর পর ইতিহাসে পাওয়া যায়, কেবলমাত্র তিনটি স্থান এমন পাওয়া যায়; যেখানকার মসজিদে জামাতের সহিত নামায আদায় হত। অধিকাংশ দেশবাসী জাকাত দিতে অস্বীকার করে বসে তথা তাদের বক্তব্য ছিল এরূপ, রসুলে করীম (সাঃ)এর মৃত্যুর পরে কার এ অধিকার রয়েছে যে, সে আমাদের নিকট জাকাত চায়? জাকাতের বিষয়ে মতভেদের কারণে আরবদের হাজার হাজার লোক ইসলাম-বিমুখ হয়ে যায়। হযরত আবুবকর (রাঃ)'র নিকটে এ সংবাদ আসে যে, মুসলেমা এক লক্ষ সৈন্য নিয়ে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছে। এ পরিস্থিতি সাপেক্ষে কিছু কিছু সাহাবী হযরত আবুবকর (রাঃ) কে পরামর্শ দেয় যে, এসময়ে আপনি জাকাত আদায়ের বিষয়ে জোর না দিয়ে এদের সহিত সন্ধি করে নিন। কিন্তু হযরত আবুবকর (রাঃ) বলেন; যতক্ষণ এরা জাকাত দানে সহমতি পোষণ না করবে, এদের সহিত কক্ষনো সন্ধি করব না। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) বলেন; অতঃ বাস্তবিক ঈমানের এটাই লক্ষন। আর যদি আমাদের মাঝে এরূপ ঈমানের সৃষ্টি হয়; তাহলে আমরা বিশ্বে ইসলামের প্রকৃত সংবাদ পৌঁছাতে সক্ষম হব তথা ইনশাল্লাহ্ সফল হব। তিনি (রাঃ) আরো বলেন; প্রকৃত সত্য এই যে যেরূপ নামায রোজার বিষয়টি রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) পর্যন্ত শেষ হয়ে যায়নি; তদ্রূপ রাষ্ট্রীয় কর্ম তথা সামাজিক নিয়মের সহিত সম্পর্কযুক্ত আদেশ-নির্দেশও রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)এর মৃত্যুর পরে শেষ হয়ে যায়নি। জামাতের সহিত নামায আদায়ের মতই এসব নির্দেশের ব্যাপারে অনিবার্য হল, সদৈব মুসলমানদের মধ্যে রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)এর নায়েবের মাধ্যমেই পূর্বরূপ ব্যবস্থা সচল থাকে।

আরও একবার হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) বলেন, হযরত আবুবকর (রাঃ)'র যুগে কেবলমাত্র মক্কা, মদীনা তথা একটা ছোট্ট কসবা ব্যতীত সম্পূর্ণ আরব সহসা ইসলামে বিমুখ হয়ে যায়। অবশিষ্ট সকল স্থানের অধিবাসীরা জাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানায় তথা তারা সৈন্য নিয়ে যুদ্ধের জন্য দাঁড়িয়ে পড়ে। কিছু কিছু স্থানে তো বিরোধীদের নিকটে এক লক্ষেরও অধিক সৈন্যবল ছিল। পরন্তু এদিকে কেবলমাত্র দশ হাজার সেনা ছিল, যা রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) নিজ অন্তিম সময়ে হযরত ওসামা (রাঃ)'র নেতৃত্বে রোমান অঞ্চলে আক্রমনের উদ্দেশ্যে তৎপর করেছিলেন। অবশিষ্ট যাঁরা ছিলেন, তাঁরা দূর্বল, বৃদ্ধ তথা হাতে গোনা কিছু যুবক। এরূপ পরিস্থিতি দেখে প্রতিষ্ঠাবান সাহাবীর একটি প্রতিনিধি মণ্ডল হযরত আবুবকর (রাঃ)'র নিকট নিবেদন করেন যে, বিদ্রোহ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত ওসামার সেনাবাহিনী আটকানো হোক। একথার উত্তরে হযরত আবুবকর (রাঃ) অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে বলেন; তোমরা এটাই চাও, যে সেনাবাহিনীকে পাঠানোর আদেশ স্বয়ং রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) দিয়েছিলেন; রসুলুল্লাহ্ (রাঃ)এর মৃত্যুর পর আবু কাহাফার পুত্র সর্বাগ্রে সে আদেশের রদ্ করুক। তিনি (রাঃ) আরো বলেন; আমি এ সেনা অবশ্যই প্রেরণ করব, যদি তোমরা শত্রুসৈন্যবাহিনী দেখে ভীত হও; তাহলে আমার সঙ্গ পরিত্যাগ করতে পার। আমি একাই সমস্ত শত্রুদের সহিত মোকাবেলা করব। হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ) বলেন যে এটা يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا এর বড় একটা প্রমাণ। অর্থাৎ **সে শুধুমাত্র আমার এবাদত করবে; আমার সহিত আর কাউকেও শরীক করবে না** অর্থাৎ খেলাফতের ওপরে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি অথবা খেলাফতের সঙ্গে থাকা ব্যক্তি। আর এটা ঐরূপ সময়; যা খেলাফতীয় ব্যবস্থাপনার সহিত সংযুক্ত রয়েছে এবং থাকবে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) হযরত আবুবকর (রাঃ)'র সিদ্ধান্তের মহান পরিণাম সৃষ্টি হওয়ার ব্যাপারে লেখেন যে, হযরত আবুবকর (রাঃ) সাহাবীদের একক সিদ্ধান্তের বিপরীতে হযরত ওসামা বিন যায়েদ (রাঃ)'র সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। ঠিক তার চল্লিশ দিন পরে ওসামা বাহিনী বিজয় পতাকা উড়িয়ে মদীনায় প্রত্যাগমন করে। উপস্থিত সকলেই খোদার সহায়তা এবং

বিজয়লাভ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করে। এর পরে হযরত আবুবকর (রাঃ) মিথ্যা নবুওতের দাবীকারকদের শেষ করে দেন তথা এরূপ উপদ্রব সম্পূর্ণভাবে সমাপ্ত হয়ে যায়। তৎপশ্চাত এরূপ অবস্থা ইসলাম বিমুখদেরও হয়েছিল। অতঃপর সেই সমস্ত সাহাবীদের, যারা বলত যে; তৌহীদ এবং রেসালতে বিশ্বাসীরা কিভাবে জাকাত দানে অস্বীকৃত ব্যক্তিদের ওপরে তালোয়ার ধারণ করতে পারে? হযরত আবুবকর (রাঃ) অতীব সাহসের সহিত সুদৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন; বলেন যদি আজ জাকাত না দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়, তাহলে ধীরে ধীরে লোকেরা নামায রোজাও পরিত্যাগ করবে; তথা ইসলাম কেবলমাত্র নামে থেকে যাবে। সুতরাং এরূপ পরিস্থিতিতে হযরত আবুবকর (রাঃ) জাকাতে অস্বীকৃতদের মোকাবেলা করেন; এর পরিণাম এটাই ছিল যে, এই ময়দানেও তিনি (রাঃ) সফলতা এবং ঐশী সহায়তা প্রাপ্ত হন তথা পথভ্রষ্টরা সত্যের রাস্তায় ফিরে আসে।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন; এ ধারাবাহিকতা আগামীতেও অব্যাহত থাকবে ইনশাল্লাহ॥ এরপরে হুযুর (আইঃ) সকলের প্রতি দোয়ার আহ্বান করেন। বলেন, বিশ্বের বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে সকলেই দোয়া করুন; দোয়া করতে কম করবেন না। বিশেষভাবে এ দোয়া করুন, যেন বিশ্ব নিজ সৃষ্টিকর্তাকে চিনতে সক্ষম হয়। বিশ্বকে ধ্বংসের হাত হতে রক্ষা করার এটাই একমাত্র রাস্তা। আল্লাহ্‌তাআলা কৃপা করুন; এবং আমাদের দোয়া কবুল করুন।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) পরিশেষে প্রধান অধ্যাপক জামেয়া আহমদীয়া কানাডা তথা মোবাল্লিগ ইনচার্য সাহেব, কানাডা জনাব মওলানা মোবারক নজীর সাহেবের মৃত্যুতে তাঁর সৎচরিত্রের এবং ঈমানোদ্দীপক ঘটনাবলীর বর্ণনা করেন তথা মরহুমের জামাতীয় কার্যকলাপের প্রতি যে সেবামূলক অবদান রয়েছে তার বিস্তারিত বর্ণনা করেন। এরপরে জুমআর নামাযের পর মরহুমের নামাজে গায়েব পড়ানোর ঘোষণা করেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ.
عِبَادَ اللّٰهِ رَحِمَكُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ اُذْكُرُوا اللّٰهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ۔

('মজলিস আনসারুল্লাহ্ ভারত' থেকে প্রেরিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুৎবার অনুবাদ)

18 MARCH 2022

Prepared by

MANSURAL HAQUE

NAZIM ANSARULLAH
DISTRICT BIRBHUM, WEST BENGAL

BANGLA KHUTBA KHULASA JUMAH
HUZOOR ANWAR (ATBA)

DISTRIBUTED BY

Ahmadiyya Muslim Mission
Badarpur, P.O. Boaliadanga
Distt: Murshidabad, 742101, W.B.

Toll Free Number- 1800 3010 2131, Website: www.alislam.org / mta.tv / ahmadiyyamuslimjamaat.in